প্রথম আলো

23 SEP 2008

ফরিদপুরের কবিরবাগ মহিলা কলেজে বেতন নেই ৪০ মাস

ফরিদপুর অফিস

ফরিদপুর পৌরসভা পরিচালিত কবিরবাগ পৌর মহিলা কলেজে ৪০ মাস ধরে বেতন-ভাতা হচ্ছে না। ফলে ১৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীর পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে।

সরেজমিনে জানা গেছে, ১৯৬৯ সালে খান বাহাদুর আবুল খায়ের কবির উদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী সাজেদা খাতুনের পক্ষে ফরিদপুর পৌরসভাকে নিজেদের বসতবাড়িসহ এক একর ৬৩ শতাংশ জমি দান করেন তাঁদের সাত সন্তান। কবিরবাগ নামে খ্যাত এ বাড়িতে প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পরে হাই স্কুল চালু করা হয়। ১৯৮৮ সালে পৌরসভার তত্ত্বাবধানে সেখানে কলেজিয়েট স্কুলের জন্য সরকারি বিধিমালা অনুসরণ করে ১০ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। শিক্ষকেরা এমপিওভুক্তও হন। ২০০১ সালে তৎকালীন পৌর চেয়ারম্যান হাসিবুল হাসান লাবলু সাজেদা কবির উদ্দিন কলেজিয়েট স্কুলকে আলাদা করে কবিরবাগ মহিলা কলেজে রূপান্তরিত করেন।

কলেজে বর্তমানে মানবিক ও বাণিজ্যিক বিভাগে ১০ জন প্রভাষক, দুজন অফিস সহকারী এবং একজন করে গ্রন্থাগারিক, পিয়ন ও আয়া আছেন।

অধ্যক্ষ শামসুদ্দিন আহম্মেদ জানান, কলেজের শিক্ষকেরা এমপিওভুক্ত না হলেও পৌরসভা প্রাপ্য হারেই তাঁদের নিয়মিত বেতন পরিশোধ করত। কিন্তু ২০০৫ সালের মে মাস থেকে বেতন বন্ধ হয়ে যায়। তবে শিক্ষক-কর্মচারীরা নিয়মিত পাঠদানসহ কলেজের যাবতীয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দুটি বিভাগ থেকে মোট ৩২ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাসের হার ৬৫ দশমিক ৬৩।

অধ্যক্ষ বলেন, 'এ কলেজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো শর্তই অপূরণীয় রাখেনি। পৌরসভা আর একটু আন্তরিক হলেই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমরা আশাবাদী।'

কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক নাইয়ার সুলতানা বলেন, 'সাড়ে তিন বছর ধরে আমাদের বেতন-ভাতা বন্ধ। পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম আর্থিক ও মানসিক সংকটে আছি। এভাবে চলতে থাকলে কলেজটি একসময় বন্ধ হয়ে যাবে।'

ফরিদপুর পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র শেখ মাহাতাব আলী মেথু *প্রথম আলোকে* বলেন, 'তৎকালীন পৌর চেয়ারম্যান নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই কলেজিয়েট স্কুল থেকে আলাদা করে একটি কলেজ ঘোষণা করেন। ২০০৫ সালে এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পৌরসভায় বিভিন্ন চুক্তিতে কর্মরত শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাঁটাই করা হলে কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরাও এর আওতায় পড়েন। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। তবে আমি এটা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

তৎকালীন পৌর চেয়ারম্যান হাসিবুল হাসান লাবলু বলেন, নিয়মনীতি মেনেই পৃথক কলেজের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। এখন যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁদের প্রতি অনুরোধ শহরের একমাত্র বেসরকারি মহিলা কলেজটি যেন বন্ধ হয়ে না যায়।'